# ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

## কামিল (স্নাতকোত্তর) আত-তাফসীর বিভাগ ২য় পর্ব

## তাফসীর ২য় পত্র: আত তাফসীর বির রিওয়ায়াহ

### مجموعة (ج) : الاسئلة المفصلة

### গ অংশ: রচনামূলক প্রশ্নাবলি

(২টি প্রশ্ন হতে যে-কোনো ১টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে; মান- ১০×১=১০)

| |
|---|
| ১. اكتب نبذة من حياة العلامة محى السنة البغوى (رح) مع بيان خدمته فى علم التفسير - [তাফসীরশাস্ত্রে আল্লামা মুহিউস সুন্নাহ বাগাভী (র)-এর অবদান বর্ণনাপূর্বক তাঁর জীবনী লেখ।] |
| ২. اذكر المزايا لتفسير معالم التنزيل مفصلا - [তাফসীরে মাআলিমুত তানযীল-এর বৈশিষ্ট্যাবলি বিস্তারিত উল্লেখ কর।] |
| ৩. ما معنى التفسير؟ وكم قسما له؟ ما الفرق بين التفسير والتأويل؟ بين التفسير - مفصلا [التفسير-এর অর্থ কী? তা কত প্রকার? التفسير ও التأويل-এর মধ্যে পার্থক্য কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর।] |
| ৪. ما معنى التفسير بالدراية؟ ثم بين خصائصه مع ذكر اشهر مؤلفاته - موضحا [التفسير بالدراية-এর অর্থ কী? অতঃপর প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলি উল্লেখসহ এর বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণনা কর।] |
| ৫. ما معنى التفسير بالرواية؟ تحدث عن نشأته وتطوره مفصلا - [التفسير بالرواية-এর অর্থ কী? এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর।] |

## ১. তাফসীরশাস্ত্রে আল্লামা মুহিউস সুন্নাহ বাগাভী (রহ.)-এর অবদান বর্ণনাপূর্বক তাঁর জীবনী লেখ। ( اكتب نبذة من حياة العلامة محى السنة البغوى ( رح ) ( مع بيان خدمته فى علم التفسير)

ভূমিকা:

তাফসীর ও হাদিস শাস্ত্রের ইতিহাসে হিজরি পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে যে কয়েকজন মনিষী ধ্রুবতারার মতো উজ্জ্বল হয়ে আছেন, ইমাম বাগাভী (রহ.) তাঁদের অন্যতম। তিনি একাধারে মুফাসসির, মুহাদ্দিস এবং ফকিহ ছিলেন। সুন্নাহর পুনর্জীবনে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য তাঁকে 'মুহিউস সুন্নাহ' বা সুন্নাহর পুনর্জীবিতকারী উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

১. নাম ও বংশপরিচয় (الاسم والنسب):

তাঁর নাম আল-হুসাইন, কুনিয়াত (উপনাম) আবু মুহাম্মদ। উপাধি মুহিউস সুন্নাহ এবং রুকনুদ দ্বীন। পিতার নাম মাসউদ। তাঁর পূর্ণ বংশলতিকা হলো: আল-হুসাইন ইবনে মাসউদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ফাররা আল-বাগাভী। খোরাসানের (বর্তমান আফগানিস্তানের হেরাত ও মার্ভ-এর মধ্যবর্তী) 'বাগান' বা 'বাগ' (بَغْ) নামক স্থানের দিকে নিসবত করে তাঁকে 'বাগাভী' বলা হয়।

২. জন্ম ও শিক্ষা (المولد والتعليم):

তিনি সম্ভবত ৪৩৩ হিজরি বা ৪৩৬ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইলম অর্জনের জন্য তৎকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র মার্ভ-এ গমন করেন। সেখানে তিনি যুগের শ্রেষ্ঠ আলিমদের সান্নিধ্য লাভ করেন। বিশেষ করে শায়খুল ইসলাম আল-কাজী হুসাইন আল-মারওয়ারুজি (রহ.)-এর কাছে তিনি ফিকহ শাস্ত্রের গভীর জ্ঞান অর্জন করেন।

৩. মাযহাব ও আকিদা (المذهب والعقيدة):

ফিকহি মাযহাবের দিক থেকে তিনি ছিলেন শাফেয়ী এবং আকিদার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী। তিনি বিদআত ও কুসংস্কারের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং সুন্নাহর পাবন্দ ছিলেন।

৪. তাফসীরশাস্ত্রে অবদান (خدمته في علم التفسير):

তাফসীরশাস্ত্রে তাঁর অবদান অপরিসীম। তিনি 'মাআলিমুত তানযীল' (معالم التنزيل) নামে একটি জগদ্বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ রচনা করেন, যা 'তাফসীরে বাগাভী' নামে পরিচিত।

- **তাফসীর ও তাভীলের সমন্বয়:** তিনি তাঁর তাফসীরে 'তাফসীর বির রিওয়ায়াহ' (বর্ণনাভিত্তিক) এবং 'তাফসীর বিদ দিরায়াহ' (যুক্তিভিত্তিক)-এর চমৎকার সমন্বয় ঘটিয়েছেন।

- **সহজ ও মধ্যমপন্থা:** আল্লামা ইবনে তায়মিয়া (রহ.) বলেন:

"تَفْسِيرُ الْبَغَوِيِّ مُخْتَصَرٌ مِنْ تَفْسِيرِ الثَّعْلَبِيِّ، لَكِنَّهُ صَانَ تَفْسِيرَهُ عَنِ الْأَحَادِيثِ الْمَوْضُوعَةِ وَالْآرَاءِ الْمُبْتَدَعَةِ."

(অর্থ: বাগাভীর তাফসীর ছালাবি থেকে সংক্ষেপিত, কিন্তু তিনি তাঁর তাফসীরকে বানোয়াট হাদিস ও বিদআতি মতামত থেকে পবিত্র রেখেছেন।)

- **সনদ বিশ্লেষণ:** তিনি তাফসীরের বর্ণনায় সনদের দীর্ঘ সূত্রতা পরিহার করেছেন, যাতে পাঠকদের জন্য সহজ হয়, তবে তিনি নির্ভরযোগ্য উৎস থেকেই উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

৫. অন্যান্য রচনাবলি (مؤلفاته):

তাফসীর ছাড়াও হাদিস ও ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর কালজয়ী কিছু গ্রন্থ রয়েছে:

১. মাসাবিহুস সুন্নাহ (مصابيح السنة): হাদিসের এক অনন্য সংকলন, যা পরবর্তীতে 'মিশকাতুল মাসাবিহ' হিসেবে জনপ্রিয়তা পায়।

২. শারহুস সুন্নাহ (شرح السنة): হাদিসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ।

৩. আত-তাহজিব (التهذيب): শাফেয়ী ফিকহের ওপর রচিত গ্রন্থ।

৬. ইন্তেকাল (الوفاة):

এই মহান মনিষী ৫১৬ হিজরি সনের শাওয়াল মাসে (মতান্তরে ৫১০ হি.) প্রায় ৮০ বছর বয়সে মার্ভ নগরীতে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে তাঁর উস্তাদ কাজী হুসাইনের পাশে দাফন করা হয়।

উপসংহার:

আল্লামা বাগাভী (রহ.) ছিলেন ইলমে নববীর এক বিশ্বস্ত ধারক। তাঁর রচিত 'মাআলিমুত তানযীল' আজও তাফসীর পাঠকদের কাছে এক নির্ভরযোগ্য ও বরকতময় উৎস হিসেবে সমাদৃত। তিনি ইলমের যে প্রদীপ জ্বালিয়ে গেছেন, তা কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতকে পথ দেখাবে।

---

## ২. তাফসীরে মাআলিমুত তানযীল-এর বৈশিষ্ট্যাবলি বিস্তারিত উল্লেখ কর। ( اذكر المزايا لتفسير معالم التنزيل مفصلا)

ভূমিকা:

'তাফসীরে মাআলিমুত তানযীল' (معالم التنزيل) হলো আল্লামা মুহিউস সুন্নাহ আল-বাগাভী (রহ.) রচিত তাফসীর সাহিত্যের এক অনবদ্য সংযোজন। এটি মূলত 'তাফসীর বির রিওয়ায়াহ' বা হাদিসভিত্তিক তাফসীর হলেও এতে দিরায়াহ বা বুদ্ধিবৃত্তিক উপাদানেরও সুষম ব্যবহার রয়েছে। বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতার দিক থেকে এটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নিকট অত্যন্ত সমাদৃত।

**গ্রন্থ পরিচিতি:**

- **গ্রন্থের নাম:** মাআলিমুত তানযীল (معالم التنزيل)।
- **রচয়িতা:** আবু মুহাম্মদ আল-হুসাইন ইবনে মাসউদ আল-বাগাভী (মৃত: ৫১৬ হি.)।
- **ধরন:** তাফসীর বির রিওয়ায়াহ (বর্ণনাভিত্তিক তাফসীর)।

**তাফসীরে মাআলিমুত তানযীল-এর প্রধান বৈশিষ্ট্যাবলি:**

১. মধ্যমপন্থা অবলম্বন (التوسط والاعتدال):

ইমাম বাগাভী তাঁর এই তাফসীরটি খুব দীর্ঘও করেননি, আবার খুব সংক্ষিপ্তও করেননি। তিনি নিজেই তাঁর ভূমিকা বা মুকাদ্দিমায় বলেছেন:

" سَأَلَنِي جَمَاعَةٌ... أَنْ أُصَنِّفَ لَهُمْ فِي التَّفْسِيرِ كِتَابًا... مُقْتَصِدًا بَيْنَ التَّطْوِيلِ وَالِاخْتِصَارِ."

(অর্থ: একদল লোক আমার কাছে আবেদন করল যেন আমি তাফসীরের এমন একটি কিতাব রচনা করি... যা দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্তর মাঝামাঝি হবে।)

২. দুর্বল ও বানোয়াট বর্ণনা বর্জন (تجنب الأحاديث الضعيفة والموضوعة):

এই তাফসীরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, লেখক এতে ইসরাঈলি রেওয়াত এবং মাউজু (বানোয়াট) হাদিস থেকে যথাসম্ভব বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছেন। তিনি পূর্ববর্তী মুফাসসির আল-ছালাবির তাফসীর থেকে উপকৃত হলেও ছালাবির বইতে থাকা দুর্বল বর্ণনাগুলো বাদ দিয়ে এটাকে পরিশুদ্ধ করেছেন।

৩. সনদ বিলোপ ও মূল পাঠ উল্লেখ (حذف الأسانيد):

পাঠকদের সহজবোধ্যতার জন্য তিনি হাদিস ও আাসার (সাহাবিদের উক্তি) বর্ণনার ক্ষেত্রে দীর্ঘ সনদ বা রাবিদের নাম বাদ দিয়ে সরাসরি মূল কথা (মতন) উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি তাঁর কিতাবের শুরুতে নিজের সনদগুলো উল্লেখ করে দিয়েছেন যাতে এর প্রামাণিকতা বজায় থাকে।

৪. সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষা (سهولة العبارة):

তিনি জটিল দার্শনিক আলোচনা পরিহার করে সহজ ও সাবলীল আরবি ভাষায় আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন। এতে সাধারণ আলেম ও ছাত্র—উভয়ের জন্যই এটি পাঠ করা সহজ হয়েছে।

৫. ফিকহি মাসায়েলের আলোচনা (بيان المسائل الفقهية):

আয়াত সংশ্লিষ্ট ফিকহি মাসায়েল বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। বিশেষ করে তিনি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী হওয়ায় শাফেয়ী ফিকহের প্রাধান্য দেখা গেলেও অন্যান্য মাযহাবের মতামতের প্রতিও শ্রদ্ধা বজায় রেখেছেন।

৬. শানে নুজুল ও কিরাত (أسباب النزول والقراءات):

তিনি আয়াতের শানে নুজুল (অবতীর্ণ হওয়ার কারণ) এবং বিভিন্ন কিরাতের (পঠনশৈলী) পার্থক্য ও তার অর্থের প্রভাব চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন।

৭. নাহু ও সরফ বিশ্লেষণ (التحليل اللغوي):

আরবি ব্যাকরণ বা নাহু-সরফের জটিল বিষয়গুলো তিনি খুব সংক্ষেপে কিন্তু স্পষ্টভাবে সমাধান করেছেন, যা আয়াতের অর্থ বুঝতে সহায়ক।

উপসংহার:

'তাফসীরে মাআলিমুত তানযীল' এমন একটি গ্রন্থ যা ইলমে তাফসীরের পিপাসুদের জন্য এক স্বচ্ছ ঝর্ণাধারা। এর বিশুদ্ধতা, ভারসাম্যপূর্ণ আলোচনা এবং সুন্নাহর অনুসরণের কারণে এটি 'তাফসীরে খাযিন' ও 'তাফসীরে ইবনে কাসির'-এর মতো গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। আল্লামা খাযিন মূলত এই কিতাবটিকেই কিছুটা পরিমার্জন করে তাঁর তাফসীর লিখেছিলেন।

---

## ৩. التفسير -এর অর্থ কী? তা কত প্রকার? التفسير ও التأويل -এর মধ্যে পার্থক্য কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। ( ما معنى التفسير؟ وكم قسما له؟ ما الفرق بين التفسير والتأويل؟ بين مفصلا)

ভূমিকা:

পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহর কালাম। এই কালামের মর্মার্থ অনুধাবন করার জন্য 'তাফসীর' ও 'তাভীল' শাস্ত্রের জ্ঞান অপরিহার্য। কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা জানার জন্য এই দুই পরিভাষার সূক্ষ্ম পার্থক্য ও প্রকারভেদ জানা একজন মুফাসসিরের জন্য আবশ্যক।

### তাফসীরের অর্থ (معنى التفسير):

- **আভিধানিক অর্থ (لغة):** 'তাফসীর' (التَّفْسِيرُ) শব্দটি 'ফাসর' (فسر) মূলধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ হলো—উন্মোচন করা, স্পষ্ট করা বা ব্যাখ্যা করা। আল্লামা জুরজানি (রহ.) বলেন, "**التَّفْسِيرُ فِي اللُّغَةِ: الْكَشْفُ وَالْإِظْهَارُ.**" (অর্থ: আভিধানিক অর্থে তাফসীর হলো কোনো কিছুকে উন্মুক্ত করা ও প্রকাশ করা।)

- **পারিভাষিক সংজ্ঞা (اصطلاحا):** আল্লামা যারকাশি (রহ.) তাঁর 'আল-বুরহান' গ্রন্থে বলেন:

"هُوَ عِلْمٌ يُفْهَمُ بِهِ كِتَابُ اللهِ الْمُنَزَّلُ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَبَيَانُ مَعَانِيهِ، وَاسْتِخْرَاجُ أَحْكَامِهِ وَحِكَمِهِ."

(অর্থ: তাফসীর এমন একটি জ্ঞান, যার মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর ওপর নাযিলকৃত আল্লাহর কিতাব বোঝা যায়, এর অর্থ স্পষ্ট করা যায় এবং এর হুকুম-আহকাম ও হেকমত বের করা যায়।)

তাফসীরের প্রকারভেদ (أقسام التفسير):

উৎসের ওপর ভিত্তি করে তাফসীর প্রধানত তিন প্রকার:

১. তাফসীর বির রিওয়ায়াহ (التفسير بالرواية): বা তাফসীর বিল মাছুর। কুরআন, হাদিস এবং সাহাবি-তাবেয়িদের উক্তি দ্বারা যে তাফসীর করা হয়। (যেমন: তাফসীরে ইবনে কাসির)।

২. তাফসীর বিদ দিরায়াহ (التفسير بالدراية): বা তাফসীর বির রায়। আরবি ভাষা, ব্যাকরণ ও শরিয়তের উসুলের ভিত্তিতে ইজতিহাদ বা গবেষণার মাধ্যমে যে তাফসীর করা হয়। (যেমন: তাফসীরে বায়জাবি)।

৩. তাফসীর বিল ইশারা (التفسير بالإشارة): বা সুফি তাফসীর। কুরআনের বাহ্যিক অর্থের গভীরে আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত বের করা।

তাফসীর ও তাভীলের পার্থক্য (الفرق بين التفسير والتأويل):

তাফসীর ও তাভীল অনেক সময় সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হলেও উসুলবিদদের মতে এদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবু মানসুর আল-মাতুরিদি (রহ.) এবং অন্যান্যদের মতে পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ:

| বিষয় | তাফসীর (التفسير) | তাভীল (التأويل) |
|---|---|---|
| **আভিধানিক অর্থ** | উন্মোচন করা বা স্পষ্ট করা। | মূলের দিকে ফিরে যাওয়া বা পরিণাম। |
| **উৎস** | রিওয়ায়াহ বা বর্ণনার ওপর নির্ভরশীল (হাদিস ও আছার)। | দিরায়াহ বা গবেষণার ওপর নির্ভরশীল। |

| | | |
|---|---|---|
| **নিশ্চয়তা** | এতে 'কাতয়ী' বা নিশ্চিত জ্ঞান থাকে। বলা হয়: "আল্লাহর উদ্দেশ্য এটাই।" | এতে 'জান্নী' বা প্রবল ধারণা থাকে। বলা হয়: "এটির অর্থ এমন হওয়ার সম্ভাবনা আছে।" |
| **ক্ষেত্র** | শব্দের হাকিকি (আসল) অর্থ নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়। | শব্দের রূপক বা বাতেনি অর্থ নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়। |
| **প্রয়োগ** | সাধারণত মুতাসহাবিহাত (অস্পষ্ট) বা জটিল আয়াতের ক্ষেত্রে কম ব্যবহৃত হয়। | মুতাসহাবিহাত আয়াতের ব্যাখ্যায় বেশি ব্যবহৃত হয়। |

**হানাফি মত:** ইমাম মাতুরিদি (রহ.) বলেন, তাফসীর হলো সাহাবিদের থেকে নিশ্চিতভাবে যা প্রমাণিত। আর তাভীল হলো ফকিহ ও মুজতাহিদদের গবেষণা, যা চূড়ান্ত নয়।

উপসংহার:

তাফসীর হলো কুরআনের বাহ্যিক ও নিশ্চিত ব্যাখ্যা, আর তাভীল হলো কুরআনের গভীর ও সম্ভাব্য ব্যাখ্যা। উভয়টিই কুরআন বোঝার জন্য জরুরি, তবে তাভীল অবশ্যই শরিয়তের মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারবে না।

---

## ৪. التفسير بالدراية-এর অর্থ কী? অতঃপর প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলি উল্লেখসহ এর বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণনা কর। ( ما معنى التفسير بالدراية؟ ثم بين خصائصه مع ذكر اشهر مؤلفاته موضحا)

**উত্তর:**

ভূমিকা:

পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে 'তাফসীর বিদ-দিরায়াহ' ( التفسير بالدراية) বা 'তাফসীর বির-রায়' (التفسير بالرأي) একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। যখন কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা সরাসরি কুরআন, সুন্নাহ বা সাহাবিদের উক্তিতে পাওয়া যায় না, তখন মুফাসসিরগণ শরিয়তের মূলনীতির আলোকে ইজতিহাদ বা গবেষণার মাধ্যমে যে তাফসীর করেন, তাকেই তাফসীর বিদ-দিরায়াহ বলে।

## ১. তাফসীর বিদ-দিরায়াহ-এর পরিচয় (تعريف التفسير بالدراية):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'দিরায়াহ' (الدراية) অর্থ জ্ঞান, প্রজ্ঞা, গবেষণা বা বুদ্ধিবৃত্তিক অনুধাবন। 'রায়' (الرأي) অর্থ মতামত বা সিদ্ধান্ত।
- **পারিভাষিক সংজ্ঞা:** আল্লামা যারকানি (রহ.) বলেন:

"هُوَ التَّفْسِيرُ الَّذِي يَعْتَمِدُ فِيهِ الْمُفَسِّرُ عَلَى الِاجْتِهَادِ وَالِاسْتِنْبَاطِ بَعْدَ مَعْرِفَةِ كَلَامِ الْعَرَبِ وَأُصُولِ الشَّرِيعَةِ."

(অর্থ: এটি এমন তাফসীর, যেখানে মুফাসসির আরবি ভাষা ও শরিয়তের মূলনীতি জানার পর ইজতিহাদ এবং গবেষণার ওপর নির্ভর করেন।)

তবে এই ইজতিহাদ অবশ্যই কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধী হতে পারবে না। এটি দুই প্রকার:

১. প্রশংসনীয় (Mahmud): যা ইলমের ভিত্তিতে করা হয়।

২. নিন্দনীয় (Madhmum): যা প্রবৃত্তি বা অজ্ঞতার ভিত্তিতে করা হয়।

২. তাফসীর বিদ-দিরায়াহ-এর বৈশিষ্ট্যাবলি (خصائص التفسير بالدراية):

এই পদ্ধতির তাফসীরের গ্রহণযোগ্যতার জন্য কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও শর্ত থাকা আবশ্যক:

- **ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ:** এতে আরবি ব্যাকরণ (নাহু, সরফ), অলঙ্কারশাস্ত্র (বালাগাত) এবং আরবি কবিতার ব্যাপক ব্যবহার থাকে। শব্দের আভিধানিক ও রূপক অর্থের ওপর ভিত্তি করে আয়াতের মর্মার্থ বের করা হয়।
- **ইজতিহাদ ও কিয়াস:** মুফাসসির শরিয়তের উসুল ব্যবহার করে নতুন নতুন মাসয়ালা বা বিধান (Istinbat) বের করেন।
- **যুক্তি ও দর্শন:** এতে আকলি দলিল বা যৌক্তিক প্রমাণের ব্যবহার বেশি থাকে, যা সমসাময়িক প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম।

- **শর্তসাপেক্ষ:** এই তাফসীর কেবল তখনই গ্রহণযোগ্য, যখন তা 'তাফসীর বিল মাছুর' (কুরআন-হাদিস)-এর সাথে সাংঘর্ষিক না হয়।

৩. প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলি (أشهر مؤلفاته):

তাফসীর বিদ-দিরায়াহ বা যুক্তিভিত্তিক তাফসীরের ক্ষেত্রে অনেক বিখ্যাত গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

১. **তাফসীরে কাবীর (মাকাতিহুল গায়িব):** রচয়িতা ইমাম ফখরুদ্দিন আল-রাজি (রহ.)। এতে কালামশাস্ত্র ও দর্শনের বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

২. **তাফসীরে বায়জাবি (আনোয়ারুত তানযীল):** রচয়িতা আল্লামা নাসিরুদ্দিন আল-বায়জাবি (রহ.)। এটি ভাষা ও ইজতিহাদের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ।

৩. **তাফসীরে কাশশাফ:** রচয়িতা আল্লামা যামাখশারি (রহ.)। ভাষাশৈলী ও অলঙ্কারশাস্ত্রে এটি অদ্বিতীয়, তবে এতে মু'তারজিলা আকিদার প্রভাব রয়েছে।

৪. **তাফসীরে রুহুল মাআনি:** রচয়িতা আল্লামা মাহমুদ আল-আলুসি (রহ.)। এটি মাছুর ও রায়-এর এক চমৎকার সমন্বয়।

৫. **তাফসীরে জালালাইন:** দুই জালাল (জালালুদ্দিন মহল্লি ও জালালুদ্দিন সুয়ুতি) রচিত অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ তাফসীর।

উপসংহার:

যুগে যুগে উদ্ভূত নতুন সমস্যার সমাধানে 'তাফসীর বিদ-দিরায়াহ' অপরিহার্য। তবে এটি করার জন্য মুফাসসিরের অগাধ পাণ্ডিত্য ও তাকওয়া থাকা জরুরি।

**৫. التفسير بالرواية-এর অর্থ কী? এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর। ( ما معنى التفسير بالرواية؟ تحدث عن نشأته وتطوره مفصلا)**

**উত্তর:**

ভূমিকা:

'তাফসীর বির-রিওয়ায়াহ' (التفسير بالرواية) বা 'তাফসীর বিল মাছুর' ( التفسير بالمأثور) হলো তাফসীরের সবচেয়ে প্রাচীন, বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি। ইসলামের প্রাথমিক যুগে সাহাবা ও তাবেয়িদের যুগে তাফসীরের একমাত্র পদ্ধতি ছিল এটিই। এটি মূলত ওহী ও সুন্নাহর আলোকেই কুরআনের ব্যাখ্যা।

**১. তাফসীর বির-রিওয়ায়াহ-এর পরিচয় (تعريف التفسير بالرواية):**

- **অর্থ:** 'রিওয়ায়াহ' শব্দের অর্থ বর্ণনা বা উদ্ধৃতি। 'মাছুর' অর্থ যা পূর্ববর্তীদের থেকে বর্ণিত হয়েছে।
- **সংজ্ঞা:** শায়খ মান্নাউল কাত্তান বলেন:

" هُوَ الَّذِي يَعْتَمِدُ عَلَى صَحِيحِ الْمَنْقُولِ بِتَفْسِيرِ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ، أَوْ بِالسُّنَّةِ، أَوْ بِأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ، أَوْ التَّابِعِينَ."

(অর্থ: এটি এমন তাফসীর যা বিশুদ্ধ বর্ণনার ওপর নির্ভরশীল—অর্থাৎ কুরআনকে কুরআন দ্বারা, অথবা সুন্নাহ দ্বারা, অথবা সাহাবি বা তাবেয়িদের উক্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করা।)

২. উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (النشأة والتطور):

তাফসীর বির-রিওয়ায়াহর ক্রমবিকাশকে প্রধানত ৪টি ধাপে ভাগ করা যায়:

প্রথম ধাপ: মহানবী (সা.)-এর যুগ (عهد النبوة):

তাফসীরের উৎপত্তি হয় স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মাধ্যমে। জিবরাঈল (আ.) আয়াত নিয়ে আসতেন এবং নবীজি (সা.) সাহাবিদের তার অর্থ ও মর্মার্থ বুঝিয়ে দিতেন। এটিই ছিল তাফসীরের ভিত্তি।

- আল্লাহ বলেন: **لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ** (যাতে আপনি মানুষের কাছে স্পষ্ট করে দেন যা তাদের প্রতি নাযিল হয়েছে)।
- উদাহরণ: নবীজি (সা.) 'সালাতে উসতা'-এর ব্যাখ্যায় 'আসরের নামাজ' বলেছেন।

দ্বিতীয় ধাপ: সাহাবায়ে কেরামের যুগ (عهد الصحابة):

নবীজির ইন্তেকালের পর সাহাবিরা তাফসীরের দায়িত্ব নেন। তাঁরা কুরআনের ব্যাখ্যায় প্রধানত ৪টি উৎসের আশ্রয় নিতেন: ১. কুরআন, ২. হাদিস, ৩. ইজতিহাদ (ভাষাগত জ্ঞান), ৪. আহলে কিতাবদের বর্ণনা (সতর্কতার সাথে)।

- এই যুগের শ্রেষ্ঠ মুফাসসিরগণ ছিলেন: হযরত ইবনে আব্বাস (রইসুল মুফাসসিরিন), ইবনে মাসউদ, উবাই ইবনে কাব এবং আলী (রা.)। এ সময় তাফসীর মৌখিকভাবেই প্রচারিত হতো।

তৃতীয় ধাপ: তাবেয়িদের যুগ (عهد التابعين):

সাহাবিদের ছাত্ররা বা তাবেয়িরা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন এবং তাফসীর চর্চা করেন। এ সময় মক্কা, মদিনা ও ইরাকে পৃথক 'তাফসীর মাদ্রাসা' বা স্কুল গড়ে ওঠে।

- **মক্কা:** ইবনে আব্বাসের ছাত্ররা (যেমন—মুজাহিদ, আতা, ইকরিমা)।
- **মদিনা:** উবাই ইবনে কাবের ছাত্ররা (যেমন—জায়েদ বিন আসলাম)।
- ইরাক: ইবনে মাসউদের ছাত্ররা (যেমন—কাতাদা, হাসান বসরি)।

এই যুগেও তাফসীর হাদিসের অংশ হিসেবেই সংকলিত হতো, পৃথক শাস্ত্র হিসেবে নয়।

চতুর্থ ধাপ: সংকলন ও গ্রন্থনা যুগ (عهد التدوين):

দ্বিতীয় হিজরি শতাব্দী থেকে তাফসীর একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। মুহাদ্দিসগণ হাদিস থেকে তাফসীর অংশ আলাদা করে গ্রন্থনা শুরু করেন। এই পদ্ধতির তাফসীরের পূর্ণতা পায় ইমাম ইবনে জারির আত-তাবারী (রহ.)-

এর হাতে। তাঁর রচিত 'জামিউল বায়ান' এই ধারার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এরপর ইবনে কাসির, বগভী ও সুয়ুতি (রহ.) এই ধারাকে সমৃদ্ধ করেন।

উপসংহার:

তাফসীর বির-রিওয়ায়াহ হলো কুরআনের ব্যাখ্যার মূল ভিত্তি। পরবর্তী যুগের সকল তাফসীর এই রিওয়ায়াত বা বর্ণনার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। তাই এর সংরক্ষণ ও চর্চা উম্মতের জন্য ফরজ।